দৈনিক সংবাদ

২৮২

তারিখ ... 26 SEP 1998 ...
পৃঃ ৭ কলাম ৭

এসএসসি'র মেধাবীরা এইচএসসিতে পিছিয়ে

॥ মাহবুব মতিন ॥

১৯৯৬-এর এসএসসি পরীক্ষায় মেধা তালিকায় স্থান অর্জনকারী ৩শ' ৩৬ জনের মধ্যে '৯৮-এর এইচএসসি পরীক্ষায় মেধা তালিকায় অবস্থান ধরে রাখতে পেরেছে মাত্র ৯৮ জন। মেধা তালিকায় বাকি মেধাবীদের খুঁজে পাওয়া যায়নি। দেশের ৫টি শিক্ষা বোর্ডের বিভিন্ন বিভাগে ৩০টি প্রথম স্থানে এসএসসির মেধাবীরা দখল করতে পেরেছে মাত্র ৯টি। বাকি প্রথম আসনগুলোতে উঠে এসেছে সম্পূর্ণ নতুন মুখ। ঢাকা বোর্ডের বাণিজ্য বিভাগে সম্মিলিত ও মেয়েদের, মানবিক বিভাগের সম্মিলিত ও মেয়েদের এবং বিজ্ঞান বিভাগের মেয়েদের মেধা তালিকায় প্রথম স্থানটি সম্পূর্ণ নতুন মুখের দখলে চলে গেছে। নতুন মেধাবীরা আরো দখল করে নিয়েছে চট্টগ্রাম বোর্ডের বাণিজ্য বিভাগের সম্মিলিত মেয়েদের, মানবিক ও বিজ্ঞান

এসএসসি ঃ পৃঃ ১১ কঃ ১

এসএসসি ঃ পিছিয়ে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বিভাগের মেয়েদের তালিকায় প্রথম স্থানটি।

রাজশাহী বোর্ডের বাণিজ্য বিভাগে সম্মিলিত ও মেয়েদের, মানবিক বিভাগের মেয়েদের তালিকা, কুমিল্লা বোর্ডের বাণিজ্য ও মানবিক বিভাগের সম্মিলিত ও মেয়েদের, বিজ্ঞান বিভাগের মেয়েদের মেধা তালিকা, যশোর বোর্ডের বাণিজ্য মানবিক বিভাগের সম্মিলিত ও মেয়েদের মেধা তালিকার প্রথম স্থানটিও দখল করে নিয়েছে নতুন মেধাবীরা।

'৯৬-এর এসএসসি পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডের বিজ্ঞান বিভাগে সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম স্থান অর্জনকারী শিবাজী সরকার রানা, দ্বিতীয় সৈয়দ ফাররুখ সিদ্দিকী, বিজ্ঞান বিভাগে মেয়েদের মধ্যে প্রথম ফাহমিদা নুসরাত, রাজশাহী বোর্ডে বিজ্ঞান বিভাগে মেয়েদের মধ্যে প্রথম খুরশিদ জাহান, কুমিল্লা বোর্ডে বিজ্ঞান বিভাগে মেয়েদের মধ্যে প্রথম রিজওয়ানা নূর চৌধুরী, সমাজ বিজ্ঞান বিভাগে মেয়েদের মধ্যে প্রথম বিলকিস আক্তার, কুমিল্লা বোর্ডে সমাজ বিজ্ঞান বিভাগে সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম শফিউর নাহিন শিমুল, যশোর বোর্ডে বিজ্ঞান বিভাগে সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম মোঃ রুকনুজ্জামান এইচএসসিতে কোন মেধা স্থানেই আসতে পারেনি।

শিবাজী সরকার রানা এসএসসিতে প্রথম হলেও এইচএসসিতে সে মাত্র ৪টি বিষয়ে লেটার মার্কসসহ প্রথম বিভাগে পাস করেছে। বাবা নীতিশ সরকার ও মাসহ তার সকল শিক্ষকই তার ফলাফলে হতাশ। ফল প্রকাশের আগে সবারই আশা ছিল রানা এবারও প্রথম হবে। সেই অনুযায়ী তার প্রস্তুতিও ছিল। ঢাকা কলেজে এইচএসসির টেস্ট পরীক্ষায় রানা দ্বিতীয় হয়েছিল। তার মায়ের কথা, কোথাও একটা গলদ হয়েছে। পরীক্ষার নম্বর প্রদানের ক্ষেত্রে সেই গোলমালটা হতে পারে।

একই কথা শামা রশীদ এবং ন্যান্সী দেওয়ানজীরও। ন্যান্সী এসএসসিতে ঢাকা বোর্ডে বিজ্ঞান বিভাগে মেয়েদের মধ্যে ৩য় আর শামা ৬ষ্ঠ হলেও তারা এবার মেধা তালিকার কোন আসন দখল করতে পারেনি। শামার কথা, বায়োলজিতে ৯৫ নম্বর আশা করলেও ঐ বিষয়ে আমি লেটার মার্কসও পাইনি। মার্কিং-এ ফল্টের কারণেই এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। তারা সবাইবলেছে।

মার্কশিট পাওয়ার পরই মূল ব্যাপারটা বোঝা যাবে। শামার বাবা বলেছেন, মার্কশিট পাওয়ার পর এ ধরনের গলদ তো প্রায় প্রতিটা পরীক্ষার ক্ষেত্রেই ঘটে থাকে।

এসএসসির মেধাবীরা এইচএসসিতে তুলনামূলক কম ভাল রেজাল্ট করার পেছনে ছাত্রদের অমনোযোগিতা, শিক্ষা ক্ষেত্রের পরিবেশ প্রধানত দায়ী— বলেছেন বিভিন্ন শিক্ষক। ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল স্কুল এবং কলেজের ইংরেজির শিক্ষক শহিদুল ইসলাম বলেছেন, পরীক্ষার খাতা মূল্যায়নের বিষয়টাও এক্ষেত্রে অন্যতম কারণ। তিনি বলেছেন, স্কুল পর্যায়ে শিক্ষকরা যে বিষয়ে খাতা দেখেন তারা সাধারণত সেই বিষয়ের শিক্ষক নন, অন্য বিষয়ের শিক্ষক। কলেজ পর্যায়ে সেটা হয় না। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পারদর্শী শিক্ষকরাই পরীক্ষার-খাতা দেখেন।

স্কুল পর্যায়ে ছাত্ররা যে রকম কড়া শাসনে শিক্ষা গ্রহণ করে কলেজ পর্যায়ে সেই শাসন থাকে না বলে তিনি মন্তব্য করেছেন।